বিএসএমএমইউ উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার-প্রক্টরের পদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার

প্রকাশিত: ১৮:৩৫, ১৮ আগস্ট ২০২৪

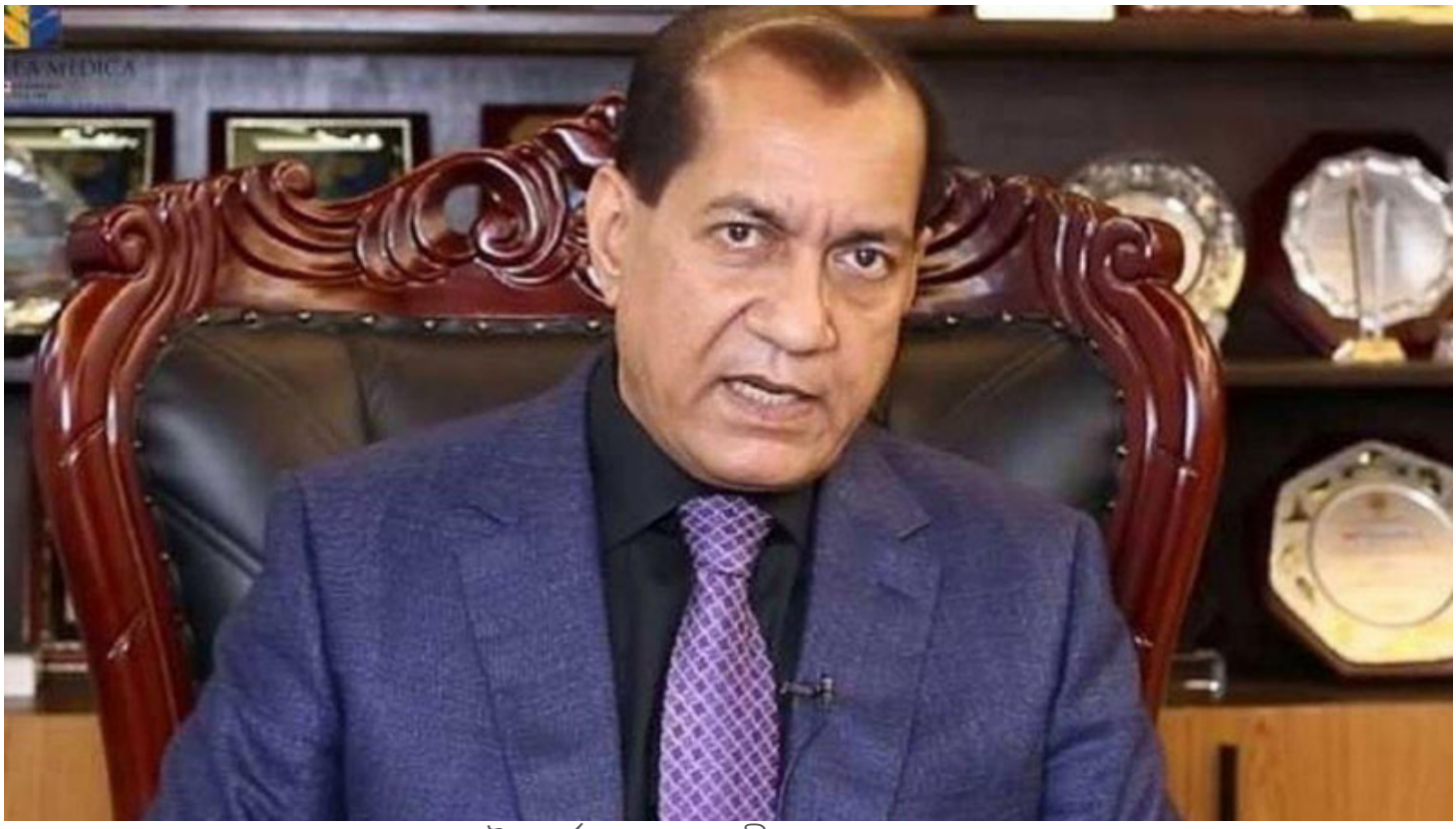

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. দীন মো. নূরুল হক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য অধ্যাপক ডা. দী মো. নূরুল হক, তিনি উপ-উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার ও প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন। স্বাস্থ মন্ত্রণালয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বরাবর নিজেই পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে এসেছেন তিনি।

UNIBOTS

রবিবার (১৮ আগস্ট) ডা. দীন মো. নূরুল হক নিজে সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আর অন্যরা আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে নিজ নিজ পদত্যাগপত্র জমা দেন।

পদত্যাগী কর্মকর্তারা হলেন- উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. আতিকুর রহমান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মনিরুজ্জামান খান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নান এবং প্রক্টর অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান দুলাল।

পদত্যাগের বিষয়ে ডা. দীন মো. নূরুল হক বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করছি আমার আর এই পদে থাকা উচিত হবে না। তাই নিজেই পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করে মন্ত্রণালয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছি।’

তিনি বলেন, ‘আমি জোর করে থাকতে চাই না, সেটি করা আমার জন্য উচিতও হবে না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি সম্মান নিয়ে এসেছিলাম, সম্মান নিয়েই চলে যাচ্ছি। তবে সবসময় চাই আমার শুরু করা কাজগুলো যেন সফলভাবে সমাপ্ত হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও অনেক দূর এগিয়ে যায়। চলতি বছরের ১১ মার্চ অধ্যাপক ডা. দীন মো. নূরুল হককে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য নিয়োগ করা হয়।’

এর আগে গত রবিবার বিএসএমএমইউয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) ও ভারপ্রাং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. আতিকুর রহমানও পদত্যাগ করেন। ওইদিন রাষ্ট্রপতির কা পদত্যাগের আবেদনপত্র জমা দেন তিনি। পদত্যাগের বিষয়ে তিনি জনকণ্ঠকে বলে ‘পারিপার্শ্বিক এত চাপ নিয়ে এভাবে আমার পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব নয়। তাই স্বসম্মা আমি চেয়ার থেকে সরে গিয়েছি। তবুও পরিবেশ শান্ত হোক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-গবেষ কার্যক্রম দ্রুত চালু হোক।’

প্রসঙ্গত, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পরই দেশে সর্বোচ্চ এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তৎপর হয়ে উঠেন দীর্ঘদিন পদবঞ্চিত চিকিৎসকর জানা যায়, এক প্রকার চাপ প্রয়োগ করেই গত ১১ আগস্ট পদোন্নতি বঞ্চিত ১৭৩ জ চিকিৎসককে পদোন্নতি দিতে বাধ্য হন উপাচার্য অধ্যাপক ডা. দীন মো. নূরুল হক। ওইদি এতদিন পদোন্নতি বঞ্চিত ছিলেন, এমন মেডিকেল অফিসারদের সহকারী অধ্যাপক করা হয় এমন আরও নানান চাপে ছিলেন এই দুই কর্মকর্তা। আর তাই বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন বে জানিয়েছেন হাসপাতালের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।